জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

The Daily Star

পত্রিকার নাম ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

Declining deposits worry banks

Low interest, inflation turned away savers

AKM ZAMIR UDDIN

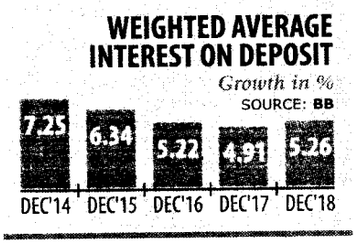

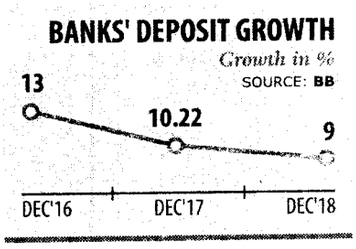

Banks are in desperate want for deposits as savers are showing unwillingness to park their funds in the banking system due to negative returns once inflation and tax are taken into consideration.

Unexpected interference of private banks' directors in setting the interest rate -- 6 percent for deposits and 9 percent for lending -- and a much higher yield on savings certificates were the main reasons for the waning deposits.

The central bank in the monetary policy for the second half of the fiscal year also pointed out the banks' struggle in attracting deposits.

Banks' deposits grew at 9 percent in December last year in contrast to 10.22 percent a year earlier and 13 percent in December 2016.

"The ceiling on interest rate has played a vital role in shrinking the deposit base," said Syed Mahbubur Rahman, chairman of the Association of Bankers, Bangladesh.

The rate should be determined by the market for the sake of a sustainable economy.

"The real income of depositors has gone negative once inflation is taken into account. This is not expected," said Rahman, also the managing director of Dhaka Bank

The weighted average interest rate on deposit was 5.26 percent in December last year, down from 5.30 percent a month earlier. On the other hand, inflation stood at 5.35 percent in December.

In other words, if a depositor keeps Tk 100,000 at a bank for one year, he/she will get a maximum of Tk 5,300 as interest earnings on the deposit.

And after deducting tax at 15 percent, the amount comes down to Tk 4,505, meaning the net interest income stands at only 4.50 percent.

If the depositor is a taxpayer with an electronic tax identification number, he/she will pay 10 percent tax and his/her net interest income will be Tk 4,770, or 4.77 percent a year.

Ahsan H Mansur, executive director of the Policy Research Institute, also attributed the decline in deposits to the lower interest rate.

"There is no problem if the interest rate on deposit remains low, but it should be higher than the inflation rate," Mansur said.

Lending to the private sector would be hurt if the depositors turn their eyes away from banks.

READ MORE ON B3

Declining deposits worry banks

FROM PAGE B1

He went on to call for readjustment to the interest rate on savings tools in line with the banks' deposit rate with a view to curbing the excessive investment in the instruments.

"If the national savings tools offer interest rate in the range of 11.04 percent to 11.76 percent, why will savers park their money in banks for 5 to 6 percent only?"

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 17 FEB 2019

বিপরীত যাত্রা ঋণ-আমানতের

ব্যাংকের বিনিয়োগ সক্ষমতা কমবে

● আশরাফুল ইসলাম

ব্যাংকিং খাতে ঋণ আমানতের প্রবৃদ্ধি বিপরীতমুখী হয়ে পড়েছে। সাধারণত আমানত বাড়লে ঋণ বাড়ার কথা, সেখানে হচ্ছে উল্টো। আমানত যে হারে বাড়ছে তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে ঋণের প্রবৃদ্ধি। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গ্রাহকেরা অন্য ঋণ পরিশোধ করছেন। আর এতে সামগ্রিক ঋণ বাড়ছে; কিন্তু বাড়ছে না আমানত। এ অবস্থায় বেশি দিন চলতে থাকলে সামনে ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ সক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

একটি গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের এমডি জানান, তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসায় খাটিয়েছিলেন। ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছেন; কিন্তু ক্রেতা পাচ্ছেন না। ফলে ঋণও পরিশোধ করতে পারছেন না। এভাবে ১০ কোটি টাকার ঋণ সুদে আসলে বেড়ে হয়েছে ১৩ কোটি টাকা। ব্যাংকের খাতায় তিনি খেলাপি হয়ে পড়েছেন। এ কারণে ওই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণও বেড়ে গেছে। এতে ওই প্রতিষ্ঠানকে বর্ধিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হচ্ছে, যার প্রভাব পড়েছে প্রতিষ্ঠানের মুনাফায়। ওই ব্যাবসায়ী জানান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পরামর্শে তিনি আবার একই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। আগের ১৩ কোটি টাকা সমন্বয় করে তিনি হাতে নগদ পেয়েছেন মাত্র এক কোটি টাকা। তিনি জানান, নানা কারণে ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে না। প্রথম কারণ হলো, মানুষের হাতে ■ ১৩ পৃ: ৪-এর কলামে

বিপরীত যাত্রা ঋণ-আমানতের

১ম পৃষ্ঠার পর

টাকা কমে গেছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, সরকার আবাসিকে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রেখেছে। সিলিন্ডারের মাধ্যমে ব্যয়ও বেশি। সব মিলে আবাসন ব্যবসায় মন্দা চলছে। এভাবে চলতে থাকলে ব্যাংকে বছরের পর বছর ঋণ বাড়বে; কিন্তু তিনি কোনো দিনই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না।

ওই ব্যক্তির মতো অনেকেই কিছু কিছু ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আগের ঋণ পরিশোধ করছেন। এভাবেই বাড়ছে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ। এতে সাময়িকভাবে ব্যাংক ও গ্রাহক লাভবান হলেও উভয়ের ঘাড়ে দায়ের বোঝা বাড়ছে।

দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি ব্যাংকের এমডি গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, সামনে ব্যাংকিং খাতের জন্য নানামুখী সঙ্কট দেখা দেয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, সঞ্চয়পত্রে সুদহার বেশি হওয়ায় ব্যাংকের আমানত চলে যাচ্ছে সঞ্চয়পত্রে। এতে ব্যাংকের আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। বিপরীতক্রমে ঋণের প্রবৃদ্ধি দিন দিন বেড়ে চলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, গত ডিসেম্বরে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ। যেখানে আমানতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। প্রচলিত ধারা অনুযায়ী আমানতের প্রবৃদ্ধির চেয়ে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার কথা থাকলেও এটা হচ্ছে উল্টো, যা মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হচ্ছে তা উৎপাদনশীল খাতে যাচ্ছে না। ঋণের অর্থ হয় হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হচ্ছে, না হয় গ্রাহক ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করছেন। অর্থাৎ সঠিক কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ঋণ সঠিক কাজে ব্যবহার না হওয়ায় আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। আর আমানতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য কমে যাচ্ছে। গত বছরের শুরুতেও ব্যাংকিং খাতে যেখানে উদ্বৃত্ত তারল্য প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা ছিল, গত জানুয়ারিতে এসে তা ৭৯ হাজার কোটি টাকায় নেমেছে; যার বেশির ভাগই সরকারের কোষাগারে রয়েছে। ওই এমডি জানিয়েছেন, সামনে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ঋণের প্রবৃদ্ধি ও সুদহারের ওপর। কারণ, সরকারের কোষাগারে ব্যাংকের অর্থ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আটকে গেছে। এ দিকে কমছে আমানত। এতে ব্যাংকিং খাতে আবারো তহবিল সঙ্কটের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে টাকার সঙ্কট দেখা দিয়েছে কোনো কোনো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক কলমানি মার্কেট নির্ভর হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন; সুদহার তার কাছে এখন মুখ্য বিষয় নয়, তার দরকার নগদ টাকা। প্রয়োজন মেটাতে তিনি ১৫-১৬ শতাংশ হারের তহবিল সংগ্রহ করতে রাজি আছেন। সাধারণ ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জোর করে টাকা রাখা হতো, এখন তারাই টাকার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসছেন। সামনে এ পরিস্থিতি আরো প্রকট আকারে দেখা দেয়ার আশঙ্কা করছেন ওই এমডি।

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান পরিস্থিতি

সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম জানিয়েছেন, ব্যাংকিং খাতে কয়েকটি কারণে আমানত কমতে পারে। এর একটি কারণ হলো, ব্যাংকে আমানতের সুদহার কমতে কমতে ব্যাংক রেটের নিচে নেমে গেছে। যেমন সাধারণ সঞ্চয়ে আমানতের সুদহার ৪ শতাংশ রয়েছে। সেখানে মূল্যস্ফীতি রয়েছে ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হিসাব নিলে বছর শেষে একজন আমানতকারীর ১০০ টাকার আমানত কমে ৯৮ টাকায় নেমে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমানতকারীরা বাধ্য হয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বিনিয়োগ করছে সঞ্চয়পত্রসহ অন্য খাতে। যেহেতু সঞ্চয়পত্রে সুদহার এখনো অনেক বেশি রয়েছে। গত অর্থবছরেও সরকার বাজেটে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দ্বিগুন ঋণ নিয়েছে। এবারো একই পথে হাঁটছে সরকার। আরেকটি কারণ হলো, কালো টাকার প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। কালো টাকার প্রভাব যখন বেড়ে যায়, তখন বৈধ পন্থায় টাকা কমে যায়। অর্থাৎ ব্যাংকের আমানত কমে যায়। অন্য আরেকটি কারণ হলো, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা আর বিনিয়োগ হচ্ছে না। সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে আবার ব্যাংকে আমানত আকারে আসার কথা। এতে ঋণের সাথে সাথে আমানত বেড়ে যায়; কিন্তু ঋণ বাড়লেও আমানত কমে যাওয়ার কারণ হলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা বিনিয়োগ হচ্ছে না। হয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ সমন্বয় করা হচ্ছে, অন্যথায় তা কালো পথে চলে যাচ্ছে। তবে যেটাই হোক কোনোটিই অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। এটা অধিকতর যাচাই-বাছাই হওয়া

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The New Nation
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

Crescent Chairman Kader remanded

Court Correspondent

The Chief Metropolitan Magistrate (CMM) Court of Dhaka yesterday placed MA Kader, Chairman of the Crescent Leather Products and Crescent Tanneries, on a three-day remand in a case filed in connection with laundering of Tk 919 crore in foreign currencies.

Magistrate Md Millat Hosen of the CMM Court passed the order after Inspector of Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) Shakera Khatun and also the investigation Officer (IO) of the case, produced MA Kader in the court with a five-day remand prayer.

Meantime, defence lawyer submitted a petition seeking Kader's bail and cancellation of Contd on page-2 Col-4

Crescent Chairman

Contd from page 1

the remand prayer.

On January 30, Customs Intelligence and Investigation Directorate arrested Kader in connection with three separate cases filed with Chawkbazar Police Station in the capital over laundering of Tk 919 crore. The following day, he was sent to the jail after being produced in another Dhaka court.

Shakera Khatun earlier said that she found evidence of charges brought against the accused, and that Kader should be in the jail until the probe is completed.

CIID found that Crescent Group colluded with officials of Janata Bank's Imamganj branch in Dhaka to launder a total of Tk 1,297.65 crore abroad against 657 fake export bills.

Apart from that against Kader, CIID filed cases under the Money Laundering Prevention Act 2012 against 16 others, including Managing Director of Crescent Leather and Crescent Tanneries Sultana Begum, Rimex Footwear Chairman Abdul Aziz, its Managing director Litul Jahan Mira and 13 current and former officials of Janata Bank with Chawkbazar Police Station.

On January 31, Janata Bank filed five cases with the First Money Loan Court (Artharin Adalat) of Dhaka against five companies of Crescent Leather Products and Crescent Tanneries for illegally realising Tk 3,572 crore.

The five companies are Crescent Leather Products Limited, Rupali Composite Leatherwear Limited, Crescent Tanneries Limited, Lexco Limited and Remex Footwear Limited.

The five companies, sister concerns of Crescent Leather Products and Crescent Tanneries, took loan of Tk 3,572 crore from the Janata Bank's Imamganj Corporate Branch.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : dailyobserver

তারিখ : 12 FEB 2019

MONEY LAUNDERING

Crescent chairman remanded

Court Correspondent

Crescent Group Chairman MA Kader was placed on a three-day remand by a Dhaka Court on Monday in connection with one of the three cases filed over laundering a total of Tk 919 crore, General Recording Officer Mazharul Islam said.

Metropolitan Magistrate Md Millat Hosain passed the order after Assistant Revenue Officer of Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) Shakera Khatun, also the Investigation SEE PAGE 2 COL 5

Crescent chairman remanded

FROM PAGE 1

Officer (IO) of the case, produced the leather product trader, Kader before it with a five-day remand prayer for interrogation. "He should be quizzed for returning laundered money," the IO said in his forwarding report.

On the other hand his lawyer Advocate Ehasnul Haque Samaji and Advocate Abul Kalam Azad pleaded before the court to cancel the remand prayer.

Another court fixed Monday for hearing on remand prayer against Kader as its IO submitted a prayer before the court on February 3.

On January 31 Metropolitan Magistrate Mohammad Jasim court sent Kader to jail rejecting his bail.

Leather product company owner MA Kader was called by CIID at its office Kakrail to interrogate Janata bank's money laundering incident on January 30. At one stage of interrogation, CIID arrested him.

In the evening Assistant Revenue Officer Anwar Hossain filed three cases with chawak Bazar police station against 17 people, including Kader, over laundering a total of Tk 919 crore in foreign currencies.

The move came after the CIID, a field office under the National Board of Revenue (NBR), found in its inquiry that Crescent Group colluded with officials of Janata Bank's Imamganj branch in Dhaka to launder a total of Tk 1,297.65 crore abroad against 657 fake export bills.

Apart from MA Kader, the CIID filed cases under the Money Laundering Prevention Act, 2012 against 16 others -- including Managing Director of Crescent Leather and Crescent Tanneries Sultana Begum, Rimex Footwear Chairman Abdul Aziz, its managing director Litul Jahan Mira and 13 present and former officials of Janata Bank -- with Chawkbazar Police Station.

The 13 bank officials against whom the cases were filed includes Mohammad Fakhrul Alam, who was general manager of Janata Bank during the time of the scam and is now deputy managing director of Bangladesh Krishi Bank; Md Zakir Hossain, who was also general manager of Janata at that time, and is deputy managing director of Sonali Bank; Rezaul Karim, the general manager of Janata Bank, and its deputy general managers-- Kazi Rois Uddin Ahmed, AKM Asaduzzaman and Md Iqbal; currently suspended assistant general manager Ataur Rahman Sarkar, suspended senior principal officers Khairul Amin and Mogreb Ali; suspended principal officer Muhammad Ruhul Amin; and suspended senior officers Saiduzzman, Abdullah Al Mamun and Moniruzzman.

NBR Chairman Mosharraf said the CIID found evidence of money laundering by the firms in an inquiry. He said the NBR would be careful so that no innocent persons are charged.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান তিন দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার: ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজের চেয়ারম্যান

এমএ কাদেরকে তিনদিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মিল্লাত হোসেন এ আদেশ দেন। এর *পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬*

ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান

প্রথম পৃষ্ঠার পর আগে গত ৩০শে জানুয়ারি ৯১৯ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এমএ কাদেরকে গ্রেপ্তার করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। গ্রেপ্তারের পর তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত। এদিকে গতকাল আদালতে এমএ কাদেরের জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবী। অন্যদিকে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা শাকিরা খাতুন পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আদালত জামিনের আবেদন নাকচ করে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ আমাদের অর্থনীতি
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 12 FEB 2019

ইচ্ছাকৃত খেলাপিঋণ অবলোপন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করছে বাংলাদেশ ব্যাংক

আবু বক্কর : ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ অবলোপন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ অবলোপন প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই কোনো ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ অবলোপনের প্রমাণ পেলে তা আদায় করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ৪৯ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করেছে। ঋণ অবলোপনের সময় ব্যাংকগুলোকে ঋণ অবলোপন নীতিমালা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া আছে। এসব ঋণ অবলোপনের সব প্রক্রিয়াগুলো মেনে করা হয়েছে, নাকি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে দায়মুক্ত করার জন্য করা হয়েছে তা যাচাই-বাছাই করতে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ঋণ অবলোপনের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মানা, কোনো খেলাপিকে অনৈতিক সুবিধা দিয়ে দায়মুক্ত করা হয়েছে কিনা নতুন করে পর্যালোচনা করবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গঠিত কমিটি। অবলোপনকৃত ঋণ যাচাই, খেলাপি ঋণ আদায়, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার বিষয়ে এ কমিটি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর শেষে সোনালী ব্যাংক ৮ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, জনতা ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা, রূপালীর ১ হাজার ১৯ এরপর পৃষ্ঠা ৭, সারি ১

ইচ্ছাকৃত খেলাপিঋণ অবলোপন করা হয়েছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কোটি টাকা, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২ হাজার ৮১৫ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করেছে। বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংক ২ হাজার ১৫৪ কোটি, দ্য সিটি ব্যাংক ১ হাজার ৯০৩ কোটি, আইএফআইসির ১ হাজার ৮১৪ কোটি, ব্র্যাক ব্যাংক ১ হাজার ৬১৯ কোটি, এবি ব্যাংক ১ হাজার ৫৩৩ কোটি, পূবালী ব্যাংক ১ হাজার ৫২৯ কোটি, উত্তরা ব্যাংক ১ হাজার ৩২৫ কোটি, ইস্টার্ন ব্যাংক ১ হাজার ১৪৯ কোটি, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ১ হাজার ১৪১ কোটি, ইসলামী ব্যাংক ৯০৪ কোটি, সাউথইস্ট ব্যাংক ৯৮৯ কোটি এবং ব্যাংক এশিয়ার ৮২৭ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার আওতায় আগে কোনো ঋণ পাঁচ বছর পর্যন্ত আদায় না হলে মামলা করে অবেলোপন করা যেত। গত সপ্তাহে আগের নীতিমালা সংশোধন করে কোনো মামলা ছাড়াই একাধারে তিনবছর অনাদায়ী ঋণ অবলোপন করার বিধি জারি করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম আমাদের অর্থনীতিকে বলেন, আদালতের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ ঋণ মামলা নিষ্পত্তি করে খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অবলোপনের সময় অনেক ইচ্ছাকৃত খেলাপিও পার পেতে পারেন। তাই মামলা ছাড়া ঋণ অবলোপন করা ঠিক হবে না। সম্পাদনা: ইকবাল খান

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ আমাদের অর্থনীতি
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 12 FEB 2019

ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ কৃষিঋণ বিতরণ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো

সোহেল রহমান : ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক ঋণ বিতরণ করলেও চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কৃষি ঋণ বিতরণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। আলোচ্য সময়ে ছয়টি (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের মোট বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৮ শতাংশ কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ হচ্ছে মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৭ শতাংশ। কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলো সার্বিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলেও জনতা, বেসিক ও বিডিবিএল ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিকের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে। এ খাতে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে রূপালী ও সোনালী ব্যাংক।

উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রলায়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ছয়টি (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। এর বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৮) ব্যাংকগুলো মোট ১ হাজার ৬৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৭ দশমিক ৮২ শতাংশ। অন্যদিকে এসএমই এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ৩

ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) খাতে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১২ হাজার ২২০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আলোচ্য সময়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৮ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এটি মোট লক্ষ্যমাত্রার ৫৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে জানা যায়, কৃষি ঋণ বিতরণে ছয় মাসেই পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার অধিক ঋণ বিতরণ করেছে 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' (বিডিবিএল)। বার্ষিক ১৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকটি ১৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জনতা ব্যাংক। বার্ষিক ৭৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকটি বিতরণ করেছে ৪৯৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা (৬৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বেসিক ব্যাংক। বার্ষিক ১৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকটি বিতরণ করেছে ৮১ কোটি ৩ লাখ টাকা (৫৪ দশমিক ০২ শতাংশ)। এছাড়া অর্ধ-বার্ষিকের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় স্পর্শ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। বার্ষিক ৬৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকটি বিতরণ করেছে ৩৩৯ কোটি টাকা (৪৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ)।

কৃষি ঋণ বিতরণে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সবচেয়ে পিছিয়ে আছে রূপালী ও সোনালী ব্যাংক। এর মধ্যে বার্ষিক ৪০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রূপালী ব্যাংক বিতরণ করেছে ৩৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা (৯ দশমিক ০৭ শতাংশ) এবং বার্ষিক ৮৩০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সোনালী ব্যাংক বিতরণ করেছে ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা (১১ দশমিক ৮৫ শতাংশ)। সম্পাদনা : ইকবাল খান

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 12 FEB 2019

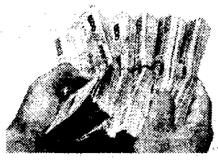

কলমানিতে ধারের চাহিদা বেড়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নগদ টাকার চাহিদা মেটাতে কলমানিতে ধরনা দিচ্ছে অনেক ব্যাংক। চলতি মাসে আন্তঃব্যাংকে দৈনিক গড়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার কলমানি লেনদেন হচ্ছে। নির্বাচনের আগের কয়েক দিন ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার মতো লেনদেন ছিল। নির্বাচনের পর ঋণ চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় সব ব্যাংক সমানভাবে আমানত না পাওয়ায় কলমানির চাহিদা বেড়েছে। এর চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও স্বল্প সময়ের জন্য ধার নিচ্ছে অনেক ব্যাংক।

কলমানিতে লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোটের আগে বেড়ে যাওয়া সুদহার আর কমেনি। কয়েক মাসের ধারাবাহিকতায় গত ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলমানির গড় সুদহার ৪ শতাংশের নিচে ছিল। ওই দিন গড়ে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ সুদে সাত হাজার ৯০৯ কোটি টাকা লেনদেন হয়। পরের দিন গড়ে ৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ সুদে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় আট হাজার ৪৯২ কোটি টাকা। ভোটের পরপরই জানুয়ারির শুরুর দিকে সুদহার কমে ৪ শতাংশের নিচে নামে। দৈনিক লেনদেনও কিছুটা কমে আসে। তবে ১৬ জানুয়ারি থেকে আবার ৪ শতাংশের বেশি সুদে লেনদেন হচ্ছে। গত রোববার কলমানিতে গড়ে ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ সুদে ছয় হাজার ৯৬১ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অনেক ব্যাংকে নগদ টাকার সংকট থাকলেও কিছু ব্যাংকের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে। এসব ব্যাংক কলমানিতে টাকা খাটানোর ফলে সামগ্রিক বাজারে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি; বরং এর মধ্যেও অনেক ব্যাংক ৭ ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ও বিভিন্ন ধরনের সরকারি বিল-বন্ডে টাকা খাটাচ্ছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি কমলেও বেড়েছে রেমিট্যান্স

গত বছরে জনশক্তি রপ্তানি ২৭ শতাংশ কমেছে

■ রেজাউল হক কৌশিক

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম রেমিট্যান্স। তবে এখনো পর্যন্ত অল্প কয়েকটি দেশ থেকেই আসছে সিংহভাগ রেমিট্যান্স। আমাদের দেশে রেমিট্যান্স এখনো মধ্যপ্রাচ্য নির্ভর। সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইলে হুন্ডি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি, ডলারের বিপরীতে বেশি টাকা পাওয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বেড়েছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। তবে এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি কমেছে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা) সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সৌদি আরব সেদেশে ১২ ধরণের কাজে বিদেশিদের নিষিদ্ধ করেছে। এতে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে আগের মত কম দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিও কমেছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বড় প্রকল্পে বাজেট কাট-ছাট এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি কমেছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে সাত লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন। গত বছরে জনশক্তি রপ্তানির হয়েছিল ১০ লাখ আট হাজার ৫২৫ জন। সে হিসাবে জনশক্তি রপ্তানি ২৭ শতাংশ কমেছে। এর আগের বছরেও কমে গিয়েছিল জনশক্তি রপ্তানি।

মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানির এমন খারাপ অবস্থার মধ্যেও এসব দেশ থেকে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে দেখা গেছে, বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে মধ্যপ্রাচ্যের সাত দেশ থেকে মোট ৯২ কোটি ৬১ লাখ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ এসেছে। যা একক মাস হিসাবে সর্বোচ্চ। আর চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথম সাত মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে মোট ৯০৮ কোটি ৬১ লাখ ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। এরমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৫৩৩ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। প্রবাসীদের পাঠানোর অর্থের মধ্যে শীর্ষে থাকা ১০ দেশের মধ্যে ৬টিই মধ্যপ্রাচ্যের।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে প্রবাসীরা মোট ২৯ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। যা মোট আহরিত রেমিট্যান্সের সাড়ে ১৮ শতাংশেরও বেশি। রেমিট্যান্স পাঠানোয় শীর্ষ ১০ এর বাকি দেশগুলো হচ্ছে- আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, ইতালি ও বাহরাইন।

জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স আহরণে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। দেশটি থেকে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৫ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। এরপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ১৭ কোটি ৬৫ লাখ ডলার।

চতুর্থ স্থানে থাকা কুয়েত থেকে এসেছে ১৪ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। যুক্তরাজ্য থেকে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১২ কোটি ২৮ লাখ ডলার। মালয়েশিয়া থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ১০ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। কাতার থেকে এসেছে ৯ কোটি ৬১ লাখ ডলার, ওমান থেকে ৮ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, ইতালি থেকে ৮ কোটি ২৪ লাখ ডলার এবং বাহরাইন থেকে ৪ কোটি ২৪ লাখ ডলার।

এদিকে বিগত বছরে (২০১৮) প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে মোট এক হাজার ৫৫৭ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০৪ কোটি ডলার বা প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০১৭ সালে এসেছিল এক হাজার ৩৫৩ কোটি ডলার। তার আগের বছর ২০১৬ সালে এসেছিল এক হাজার ৩৬১ কোটি ডলার। ২০১৫ সালে এক হাজার ৫৩১ কোটি ডলার। আর ২০১৪ সালে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৪৯২ কোটি ডলার।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ : 12 FEB 2019

নিউলাইন ক্লথিংয়ের আইপিও ১৮ ফেব্রুয়ারি

আর্থিক খাতই বড় পতন ঠেকাল পুঁজিবাজার সূচকের

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

আর্থিক তিনটি খাত ব্যাংক, বীমা ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হারানো দর ফিরে পাওয়ায় বড় পতন থেকে রক্ষা পেয়েছে পুঁজিবাজার। গতকাল লেনদেনের শুরু থেকে সৃষ্টি হওয়া বিক্রয়চাপ দুই পুঁজিবাজার সূচককে বড় পতনের দিকে এগিয়ে নেয়। কিন্তু শেষদিকে উল্লিখিত খাতগুলো হারানো দর ফিরে পাওয়ায় উভয় বাজারের বড় পতন থেকে রক্ষা পায়। দিনশেষে বাজারগুলোতে লেনদেন হওয়া বেশির ভাগ কোম্পানির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল ২৯ দশমিক ৮২ পয়েন্ট হ্রাস পায়। ৫ হাজার ৭৬৩ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট থেকে দিন শুরু করা সূচকটি দিনশেষে নেমে আসে ৫ হাজার ৭৩৩ দশমিক ৯১ পয়েন্টে। তবে দিনের মাঝামাঝি সময়ে সূচকটি একবার ৫ হাজার ৭১০ পয়েন্টের ঘর ছোঁয়। পরবর্তীতে হারানো সূচকের অনেকটা ফিরে পায় বাজারটি। একই সময় ডিএসই-৩০ ও ডিএসই শরিয়াহ হারায় ২১ দশমিক ৬৫ ও ৮ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট। দেশের দ্বিতীয় পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক ও সিএসসিএক্স সূচকের অবনতি ঘটে ২১ দশমিক ৮২ ও ১১ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। বাজারটিতে সিএসই-৩০ ও সিএসই শরিয়াহ হারায় ৪ দশমিক ০৯ ও ৩ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট।

দিনের শুরুতে সৃষ্ট বিক্রয়চাপ দীর্ঘায়িত হলে উভয় বাজারই গতি হারায় গতকাল। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রথম ১ ঘণ্টায় যেখানে ২২৫ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করে সেখানে ২ ঘণ্টা পর বাজারটির লেনদেন দাঁড়ায় ৩৬০ কোটি টাকা। লেনদেনের গতি হারানো বাজারটি দিনশেষে ৭১৯ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করে যা আগের দিন অপেক্ষা ৯৩ কোটি টাকা কম। গত রোববার ডিএসইর লেনদেন ছিল ৮১২ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম শেয়ারবাজারে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। এখানে ২৭ কোটি টাকা থেকে ২১ কোটিতে নেমে আসে লেনদেন।

এদিকে আইপিও অনুমোদন পাওয়া নিউলাইন ক্লথিংস লিমিটেডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) আবেদন আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কোম্পানিটি সম্প্রতি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি থেকে আইপিওর সম্মতিপত্র পেয়েছে।

এর আগে গত বছরের ২৭ নভেম্বর বিএসইসির ৬৬৭তম কমিশন সভায় কোম্পানিটির আইপিওর অনুমোদন দেয়া হয়। তথ্যমতে, কোম্পানিটি আইপিওর মাধ্যমে ৩ কোটি সাধারণ শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে ৩০ কোটি টাকা উত্তোলন করবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ টাকা। কোম্পানির আইপিওর প্রতিটি লটে ৫০০টি শেয়ার রয়েছে, একজন বিনিয়োগকারীর প্রতিটি লটের জন্য আবেদন করতে ৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে।

প্রকাশিত প্রস্পেক্টাস অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি প্লান্ট ও মেশিনারি অধিগ্রহণে ৩৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, কারখানা ভবন নির্মাণে ২৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ, আংশিক ব্যাংক ঋণ পরিশোধে ৩০ শতাংশ এবং আইপিও বাবদ ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ ফান্ড ব্যবহার করবে। ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী কোম্পানির বেসিক শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৮৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানির পুনর্মূল্যায়নসহ নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩১ টাকা ৬৩ পয়সা এবং সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া এনএভি হয়েছে ২০ টাকা ৫২ পয়সা। বানকো ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, সন্ধানী লাইফ ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

গতকাল লেনদেনের শুরুতেই বিক্রয়চাপের মুখে পড়ে দুই বাজার। ঢাকা বাজারে ডিএসইএক্স সূচকটি ৫ হাজার ৭৬৩ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট থেকে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চাপের শিকার হয়। বেলা ১টার পর সূচকটি নেমে আসে ৫ হাজার ৭১০ পয়েন্টে। এ সময় ডিএসই সূচকের অবনতি রেকর্ড করা হয় ৫৩ পয়েন্ট। দুপুর দেড়টার দিকে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাজার। এ সময় আর্থিক খাতগুলো ধীরে ধীরে দর ফিরে পেতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এগিয়ে যায় বীমা খাত। এ খাতের কমপক্ষে ২০টি কোম্পানি দিনের সার্কিট ব্রেকারের সর্বোচ্চ দরে পৌঁছে যায়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতেও দাম বাড়ে বেশির ভাগ কোম্পানির। ফলে উর্ধ্বমুখী হতে থাকে সূচক। এভাবে একপর্যায়ে হারানো সূচকের বেশ কিছুটা ফিরে পায় বাজারটি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 12 FEB 2019

OPINION

Banks and news media

The news editors need to be more careful in ensuring the correctness of the information on the financial sector before they readily accept a sensational news item from their reporters for publication, suggests Zaid Bakht

IT happens sometimes. Media reports on banks contain information that is partly or wholly untrue. In some cases the information is true but the interpretation given is incorrect. In particular, the news headline is often sensationally negative, and sometimes conveys very misleading picture to the reader.

As Chairman of Agrani Bank, I have recently encountered two such incidences which I want to discuss in an attempt to answer the question I have posed at the outset.

Recently, a leading Bangla business daily carried the headline story "Agrani Bank has borrowed Taka 9.0 thousand crore (90 billion) from the call money market in past two weeks". It is true that over a period of 17 days between January 15 and January 31, 2019, Agrani Bank borrowed on 13 occasions amounts that varied from a per day low of Tk 484 crore (4.84 billion) to a per day high of Tk 940 crore (9.40 billion) from the call money market. The reporter added up these 13 individual amounts and made the above sensational headline story totally overlooking the fact that money borrowed from the call money market is for overnight and therefore the sum of the above thirteen individual amounts is not a meaningful entity although the sensational headline gives a very scary picture of the liquidity situation in the bank.

Temporary cash crunch can happen with any bank. There are several instances when a leading state-owned bank with high excess liquidity borrowed from the call money market despite having AD ratio close to 40 per cent. Agrani Bank has excellent treasury management record and never defaulted in maintaining CRR. The recent cash crunch it faced was due to unanticipated expenditure it incurred in purchasing foreign exchange from the market at enhanced price for financing vital public sector imports.

Money market is segmented and financial institutions try to take advantage of this by indulging in arbitrage. A bank which is borrowing from the call money market today may be lending there tomorrow. Agrani Bank made hefty earnings by lending to the money market including call money market in 2018. This is the nature of the business surrounding the call money market. Of course, if a bank continues to borrow very high amounts for extended period, either it has liquidity problem or there is something wrong with its treasury management. But overnight borrowing from the call money market at an average daily rate of Tk 682 crore (6.82 billion) over a period of two weeks certainly does not depict such a worrisome picture for a bank of Agrani's stature. But the picture takes an alarming look when the daily borrowed amounts are added up for the entire duration and the total amount is falsely hinted as the liquidity shortage faced by the bank. This is precisely what happened in this instance.

In the second incidence, another leading Bangla daily of the country carried the story that the Board of Directors of Agrani Bank had granted special repayment facilities to a borrower with overdue instalment payments in violation of the Bangladesh Bank circular.

The reporter somehow got a copy of the memo which was placed before the Agrani Bank Borad and prepared the news item on that basis. He did not bother to find out what the final decision of the Board was. In reality, the Board decided on a stricter dispensation which included the conditions that (a) the overdue amount will have to be cleared before the facility can be availed, (b) the facility would be available for a shorter period than what was proposed, (c) interest amount to be put in a block but only for a limited period contrary to the proposal, and (d) interest rate applicable for the block to be higher than what was proposed. More importantly, the Board decision was based on clear underwriting by the management that it was fully consistent with Bangladesh Bank circular.

So, what do we conclude from these incidences? Does it show malice on the part of news media towards the banking sector? Perhaps not. In both cases, I talked to the newspaper editors and they sincerely regretted the mistake. In my opinion, it is more a reflection of negligence on the part of the reporters in crosschecking the facts. The reporters are always under temptation to make sensational news and this temptation is understandable. But a reporter may not have sufficient knowledge about the working of the financial sector. Due to the visionary nature of the new High Court order, the country's 700 rivers and their branches are expected to remain under surveillance of the authorities concerned. The new government in Bangladesh is showing a lot of seriousness in dealing with the problems of the financial sector and so the need for due diligence in crosschecking financial sector related information assumes even more importance. Clearly, that did not happen in both these incidences. I, for one, felt particularly let down as I have long history of contacts with media people since my days in Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) as a researcher. In both these cases the pertinent reporters were in regular contact with me discussing issues relating to financial sector and the economy in general. It is sad that they did not feel it necessary to cross check the information with me before they prepared a news item on Agrani Bank.

I guess, the morale of the story is that the news editors need to be more careful in ensuring the correctness of the information on the financial sector before they readily accept a sensational news item from their reporters for publication.

Dr Zaid Bakht is Chairman, Agrani Bank.
zaidbakht@gmail.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

রূপালী ব্যাংকের সাবেক জিএমসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

■ বগুড়া ব্যুরো

গ্রাহকের নামে ভুয়া ঋণ উত্তোলন দেখিয়ে দুই কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় বগুড়ায় রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক (জিএম) জোবায়নুর রহমানসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বগুড়া সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রবীন্দ্রনাথ চাকী গতকাল সোমবার আদালতে ওই চার্জশিট দাখিল করেন।

একই দিন ওই মামলার চার্জশিটভুক্ত পলাতক দুই আসামি রূপালী ব্যাংকের মহাস্থান শাখার সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার (বর্তমানে জয়পুরহাট শাখায় কর্মরত) মহাতাব উদ্দীন এবং ওই ব্যাংকের একই শাখার সাবেক সিনিয়র অফিসার (বর্তমানে টিএমএস শাখায় কর্মরত) কায়দে আজমকেও গ্রেফতার করেছে দুদক। চার্জশিটে অভিযুক্ত অপর পাঁচ আসামি হলেন– রূপালী ব্যাংকের বগুড়ার মহাস্থানগড় শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত) জোবায়নুর রহমান, সিনিয়র অফিসার (বর্তমানে মোকামতলা শাখায় কর্মরত) ইশরাত জাহান, মহাস্থান হাটের ইজারাদার আজমল হোসেন, জাহিদুর রহমান ও মোশাররফ হোসেন।

দুদক কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ চাকী জানান, মহাস্থান হাটের তিন ইজারাদার হাটের ইজারার জন্য ২০১৭ সালের ৬ ও ৯ এপ্রিল শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নামে দুই কোটি ৬৯ লাখ এক হাজার ৮০১ টাকা মূল্যের সাতটি পে-অর্ডারের জন্য আবেদন করেন। অথচ তারা একটি পে-অর্ডারের জন্য মাত্র নয় লাখ সাত হাজার ২৫ টাকা জমা দেন। তার পরও তাদের নামে দুই কোটি ৬৯ লাখ এক হাজার ৮০১ টাকা মূল্যের সাতটি পে-অর্ডার ইস্যু করা হয়। এর পর একই বছরের ১১ এপ্রিল ইউএনও কার্যালয় থেকে ওই পে-অর্ডারের টাকা সরকারি নির্দিষ্ট হিসাবে জমা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পাঠান। তখন সেই ব্যাংক থেকে ক্লিয়ারেন্সের জন্য রূপালী ব্যাংক মহাস্থান শাখায় পাঠানো হয়। ওই পরিমাণ টাকা তখন ব্যাংকে না থাকায় ওই শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক জোবায়নুর রহমান জাল এফডিআরের কাগজ তৈরি করে ব্যাংকের কয়েকজন গ্রাহকের নামে ভুয়া ঋণ উত্তোলন দেখিয়ে পে-অর্ডারের ওই অর্থ সমন্বয় করেন। এ কাজে তাকে ব্যাংকের আরও চার কর্মকর্তা সহযোগিতা করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে রূপালী ব্যাংকের তৎকালীন উপমহাব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে ২০১৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি জোবায়নুরের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। ততদিনে জোবায়নুর রহমান পালিয়ে যান। পরে র‍্যাব সদস্যরা তাকে শরীয়তপুর জেলা থেকে গ্রেফতার করেন।

ভুয়া ঋণ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express

তারিখ ঃ 12 FEB 2019

পৃষ্ঠা নং ঃ

Exchange Rate

February 11, 2019

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Monday.**

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	83.9000	95.4581	108.7371	0.7706	84.0846	63.4697	59.8584
Janata Bank	83.9000	96.5057	109.1635	0.7879	84.0869	63.6545	--
Agrani Bank	83.9500	96.0146	109.7641	0.7735	84.2636	63.4473	59.6709
Rupali Bank	83.9500	96.2160	109.5221	0.7736	84.9332	64.1582	60.2457
FCBs							
StanChart	83.9500	96.7173	110.2124	0.7823	86.0059	64.9779	61.2759
CBC	83.9400	97.5551	110.8260	0.7756	--	63.9738	61.4944
PCBs							
SEBL	83.9500	98.9814	111.0306	0.7735	85.7332	63.3035	60.3293
BRAC Bank	83.9500	98.5898	112.5728	0.7911	87.0184	64.8306	61.8810
Prime Bank	83.9000	97.9199	110.4137	0.7791	84.5915	63.5303	59.7736
AB Bank	83.9400	97.9418	110.2720	0.7816	84.9251	64.2173	--
NCC Bank	83.9500	98.7898	111.7806	0.7986	--	64.9900	63.3100
Uttara Bank	83.9400	98.4329	111.4476	0.7862	86.5568	63.4078	59.8104

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	83.2000	93.7115	107.2838	0.7489	82.7923	62.3092	58.7518
Janata Bank	83.2000	94.5628	107.3354	0.7588	83.1983	63.0750	--
Agrani Bank	83.1000	93.3443	107.1734	0.7455	82.7717	62.2441	58.8262
Rupali Bank	83.2000	93.6657	107.0443	0.7486	82.7750	62.1799	58.6054
FCBs							
StanChart	82.9500	92.9173	106.4124	0.7441	81.8105	61.4985	57.9948
CBC	82.9500	92.2155	106.1013	0.7392	--	61.6225	57.8244
PCBs							
SEBL	82.9500	93.1611	106.7468	0.7444	82.9251	62.2278	58.5613
BRAC Bank	82.9500	94.1586	107.7163	0.7471	82.5817	61.4482	58.3268
Prime Bank	82.9500	94.2823	106.8169	0.7462	82.4006	62.0158	58.6319
AB Bank	82.9500	93.4539	105.8819	0.7423	82.1417	61.5051	--
NCC Bank	82.9500	92.8745	105.9795	0.7543	--	64.2000	62.1200
Uttara Bank	83.0500	94.0160	107.4709	0.7533	84.9583	62.3395	58.7375

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	83.9500	95.5150	108.8019	0.7710	84.3866	63.5075	59.8941
Janata Bank	83.9500	96.8250	109.3523	0.7911	84.2669	63.8283	--
Agrani Bank	83.9500	96.0146	109.7641	0.7735	84.2536	63.4473	59.6709
Rupali Bank	83.9500	96.2160	109.5221	0.7736	84.9332	64.1582	60.2457
FCBs							
StanChart	83.9500	96.7173	110.2124	0.7823	86.0059	64.9779	61.2759
CBC	83.9500	97.6551	110.9260	0.7766	--	64.0238	61.5444
PCBs							
SEBL	83.9500	98.9814	111.0306	0.7735	85.7332	63.3035	60.3293
BRAC Bank	83.9500	98.6198	112.5928	0.7916	87.0484	64.8306	61.9110
Prime Bank	83.9500	97.9765	110.4783	0.7795	84.6415	63.5679	59.8091
AB Bank	83.9500	97.9918	110.3220	0.7826	85.0051	64.2973	--
NCC Bank	83.9500	98.7898	111.7806	0.7986	--	64.9900	63.3100
Uttara Bank	83.9500	98.4942	111.5105	0.7868	86.6168	63.4154	59.8175

Buying rates from exporters

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	83.0800	93.5763	107.1290	0.7479	82.6729	62.2193	58.6671
Janata Bank	83.1000	93.6065	106.8057	0.7508	82.7660	62.7094	--
Agrani Bank	83.1000	93.3443	107.1734	0.7455	82.7717	62.2441	58.8262
Rupali Bank	83.0800	93.5299	106.8892	0.7475	82.6550	62.0896	58.5203
FCBs							
StanChart	82.6735	92.6076	106.0577	0.7416	81.5378	61.2935	57.8014
CBC	82.7565	91.7743	105.6849	0.7363	--	61.3828	57.5988
PCBs							
SEBL	82.9500	93.1611	106.7468	0.7444	82.9251	62.2278	58.5613
BRAC Bank	82.8418	94.0450	107.6559	0.7461	82.4766	61.3668	58.2566
Prime Bank	82.7242	94.0268	106.5250	0.7442	82.1749	61.8460	58.4717
AB Bank	82.7000	93.0314	105.4231	0.7391	81.8321	61.2557	-
NCC Bank	82.9500	92.8745	105.9795	0.7543	--	64.2000	62.1200
Uttara Bank	82.9500	93.5595	107.2634	0.7506	84.7362	62.1031	58.5207

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.